

কিশোর নিউজ পেটার

শিশু-কিশোরদের জন্য মহান আল্লাহর পরিচয়

গোলাম রেখা হায়দারী আবুর্রী

অনুবাদ : আব্দুল কুদুস বাদশা

আল্লাহ চিরঙ্গীব

‘তুমি তাঁর ওপর নির্ভর কর যিনি চিরঙ্গীব, যাঁর মৃত্যু নেই।’ (সূরা ফুরকান, আয়াত নং ৫৮)

যদি একটি ফুল গাছে পানি না দেওয়া হয়, তা হলে আস্তে আস্তে তা শুকিয়ে যায়, পাপড়িগুলো আস্তে আস্তে ঝরে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ফুলগাছটি মারা যায়।

যখন একটি মোমবাতি জ্বলতে থাকে, আস্তে আস্তে তা গলে যায় এবং এক পর্যায়ে নিভে গিয়ে তার জীবন শেষ হয়ে যায়।

যখন একটি করুতরের গায়ে তীর বিধে তখন তার দেহ থেকে রক্ত ঝরতে থাকে এবং এক পর্যায়ে করুতরটির মৃত্যু হয়।

যখন একজন মানুষের কঠিন কোন রোগ হয় এবং তার চিকিৎসায় ডাঙ্কারদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় তখন এক সময় তার মৃত্যু হয়।

এ উদাহরণগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করলে তুমি সহজেই বুঝতে পারবে যে, মৃত্যুর কারণ হলো শুকিয়ে যাওয়া, রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া, আহত ও জখম হওয়া ইত্যাদি। কিন্তু আল্লাহর ক্ষেত্রে এগুলোর কোনোটিই প্রযোজ্য নয়।

আল্লাহ একটি ফুলগাছের মতো নন যে, পানির দরকার হবে। আর পানি দেওয়া না হলে শুকিয়ে মারা যাবেন।

আল্লাহ একটি মোমবাতির মতো নন যে, জ্বলতে জ্বলতে তার অস্তিত্ব ফুরিয়ে আসবে এবং এক সময় নিঃশেষ হয়ে যাবেন।

আল্লাহ হলেন অভাবমুক্ত, শক্তিশালী, চিরস্থায়ী, ক্ষয়ক্ষতি ও আঘাতমুক্ত এক চিরস্তন অস্তিত্ব। পবিত্র কুরআন আল্লাহ সম্পর্কে বলে : ‘তুমি তাঁর ওপর নির্ভর কর যিনি চিরঙ্গীব, যাঁর মৃত্যু নেই।’

ইরানের দু'জন বিখ্যাত কবি খজাতি কেরমানি এবং নিজামিও আল্লাহর চিরঙ্গীব সন্তাকে তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ হলেন এমন চিরস্থায়ী যে কালের ঘটনাবলি তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারে না। তিনি এমন শক্তিশালী যে মৃত্যু তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বিশ্বজগৎ আল্লাহর ক্ষমতাবলেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তিনি কখনোই মৃত্যুবরণ করবেন না। তিনি চিরস্থায়ী, চিরঙ্গীব।

মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষামালা

অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহমেদ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

তিন বন্ধু

একদিন রাসূলুল্লাহ হ্যরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাহাবিগণের সাথে মসজিদে বসে কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে বললেন, তিনি তাঁদের সামনে একটি গল্প বলবেন, যেটি থেকে তিনটি প্রশ্ন বের হবে আর তাঁদেরকে সেই তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। এই কথাটি সাহাবিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং তাঁরা সবাই মহানবীর কথা মনোযোগের সাথে শুনতে থাকলেন। মহানবী (সা.) বললেন : “একদা এক ব্যক্তি জানতে পারল, তার মৃত্যুক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে এবং খুব শীঘ্ৰই সে মারা যাবে। এটি জানার পর সে কবরে তার একাকীভূত নিয়ে ভয় পেল এবং সত্যিকারের বন্ধুর সন্ধানে বের হলো—যে বন্ধু তাকে সাহায্য করবে এবং কবরে তার সাথি হবে। সে তার প্রথম বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে তার দরজায় টোকা দিল এবং জিজেস করল যে, সে তাকে (একটি বিষয়ে) সাহায্য করবে কি না। জবাবে বন্ধুটি বলল : ‘অবশ্যই, তা না হলে আমরা কিসের জন্য রয়েছি?’ কিন্তু যখন লোকটি বলতে থাকল যে, তার জীবনের অল্প কয়েকটি দিনই কেবল বাকি আছে আর এরপরেই তার সাহায্যের প্রয়োজন, তখন তার প্রথম বন্ধু বলল : ‘আমি দৃঢ়ীভূত; যখন মৃত্যু আমাদেরকে পৃথক করে দেবে, তখন তোমাকে কবর দেয়ার জন্য জায়গা এবং কিছু কাপড় যা দারা তোমার শরীরকে ঢাকা যাবে তা কিনে দেয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।’ মনঃক্ষণ অবস্থায়, কিন্তু আশা নিয়ে লোকটি তার পরবর্তী বন্ধুর নিকট গেল।

দ্বিতীয় দরজায় যখন সে তার দ্বিতীয় বন্ধুর মুখোমুখি হলো এবং তার আসন্ন মৃত্যু ও মৃত্যুর পর সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারটি বলল তখন সে একই জবাব পেল। দ্বিতীয় বন্ধুটি বলল : ‘আমি তোমার জীবনে সবসময়ই তোমার সাথে ছিলাম এবং এখানে তোমাকে সাহায্য করতে পারব। কিন্তু তোমার মৃত্যুর পর তোমার মরদেহ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া ও দাফন করা ছাড়া আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না।’

হতাশা এবং মনে কষ্ট নিয়ে সে তার তৃতীয় বন্ধুর নিকট গেল। সে খুবই নিশ্চিত ছিল যে, একই রকম জবাব পাবে, কিন্তু সেখানেও কিঞ্চিত পরিমাণ আশা ছিল। সে যখন তার তৃতীয় বন্ধুর মুখোমুখি হলো এবং বলল যে, তার সাহায্যের প্রয়োজন তখন সেই বন্ধু নিজ আগ্রহে তাকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। কিন্তু লোকটি বলতে লাগল : ‘আমার মৃত্যুর পর সাহায্যের প্রয়োজন।’ তৃতীয় বন্ধু জবাব দিল : ‘তুমি চিন্তা করো না, আমার প্রিয় বন্ধু! আমি তোমার সাথে কবরে যাব এবং যখন ফেরেশতারা বাকি অংশ ৫৪ পৃষ্ঠায় দেখুন



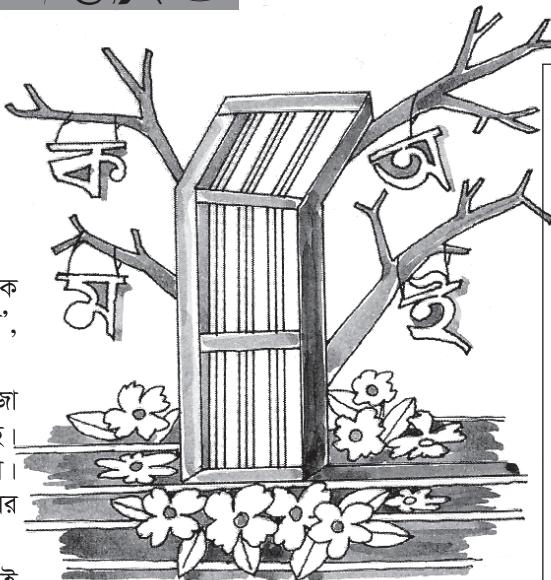
ভাষার গম্ভীর

বিএম বরকতউল্লাহ্

‘তোমাদের ভাষা আমরা ঠিক বুঝি না। এখন থেকে আমাদের ভাষায় কথা বলতে হবে তোমাদের’,
বললো রাজাপাখিটি।

‘না, না, না। তা হবে না রাজা মশাই! আপনি রাজা বলে আমরা আপনার অনেক কথাই মেনে চলেছি। কিন্তু এ কথা তো আমরা মেনে নিতে পারব না। আমরা কথা বলব আমাদের ভাষায়। আমাদের মায়ের ভাষায়।’ বললো বনের ছেট ছেট প্রজাপাখিটি।

‘রাজার ভাষাই হবে প্রজার ভাষা। তোমাদের তাই মেনে নিতে হবে রাজা যা বলেন। রাজার কথায়



আমার বর্ণমালা

মিঠুল সাইফ

আমার বর্ণমালা
আমার প্রাণ,
মায়ের বোনা
নক্ষি কাঁথার দ্রাগ।

আমার বর্ণমালা
আমার সুখ,
পাতার ফাঁকে
দোয়েল পাখির মুখ।

আমার বর্ণমালা
প্রাণের দান,
রক্তে লেখা
ফেরুয়ারির গান।

রাজ্য চলে; ভাষা চলবে না কেনো?’ রাজা আরো শক্তভাবে বলে দিলো, ‘আমরা যা বলব তা-ই হবে আর সেটা যতো তেতোই হোক। রাজার কথা না শুনলে প্রজাদের কপালে কত রকমের দুঃখ আর দুর্গতি মেমে আসতে পারে সেটা কি তোমরা আন্দাজ করতে পারছ?’

‘খুব পারছি। তবে যত দুঃখ আর কষ্টই আসুক না কেনো, আমরা আমাদের মুখের ভাষা ছাড়ব না। এটা আমাদের মায়ের ভাষা। আমরা কথা বলব আমাদের ভাষায়। আমরা লিখব আমাদের ভাষায় আর পড়ব আমাদের ভাষায়। আমাদের ভাষা যদি কেউ বুবাতে না পারে তবে সেটা তার সমস্যা— আমাদের না।’ খুব তেজ দেখিয়ে রাজাকে শুনিয়ে দিলো রাজ্যের প্রজাপাখিটি।

গর্জে উঠলো রাজা। ‘এত বড় দুঃসাহস! মুখে মুখে কথা! মুখ থাকলে তো মুখের ভাষা থাকবে!’ এ কথা বলেই রাজা তার সৈন্যদের লেলিয়ে দিলো নিরীহ প্রজাদের ওপর।

শুরু হলো লড়াই।

নিষ্ঠুর রাজার সৈন্যরা প্রতিবাদকারী কয়েকজন প্রজাকে ঠুকরে ঠুকরে আর খামচিয়ে মেরে ফেললো। দমল না প্রজারা। তারা আরো শক্তিশালী হয়ে উঠলো। সবাই এক হয়ে গেলো। তাদের কিচির-মিচির শব্দ আরো তীব্র হলো, কেঁপে উঠলো বন। মনে হলো বনের মাটি, গাছপালারাও প্রতিবাদ করছে।

প্রজাদের পক্ষে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে কালো রঙের লস্বা লেজওয়ালা দুঃসাহসী ফিঙ্গে। তার ভাষণে, নেতৃত্বে, লড়াইয়ে সারা বন উঠাল-পাথাল। বনের সব প্রজা এক হয়ে গেলো। ভাষার দাবিতে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্দোলনে। চলছে তুমুল আন্দোলন।

‘প্রজারা অকাতরে জীবন দিয়ে দিচ্ছে, তবু ভাষার দাবি ছাড়ে না। কি আশ্র্য ব্যাপার?’ একা একা বললো রাজা।

ভাষার দাবিতে আন্দোলন দিনে দিনে ভয়ংকর হয়ে উঠলো। ভাষার দাবি এতো ভয়ানক হতে পারে তা ভাবতেই পারে নি রাজা! কোনো কিছুতেই দমাতে পারছে না প্রজাদের! তারা জীবন দেবে, কিন্তু ভাষা দেবে না!

কেঁপে উঠল রাজা। রাজা বাধ্য হয়ে মেনে নিলো প্রজাদের দাবি।

প্রজাদের ভাষা কেড়ে নিতে পারলো না রাজা। সে ভাষা রক্তে রাঙানো মায়ের ভাষা!

মিষ্টি মধুর ভাষা

নাসির উদ্দিন সরদার
আল্লাহ দিলেন সবার কঢ়ে
মিষ্টি মধুর ভাষা
সেই ভাষাতেই ব্যক্ত করি
মনের সকল আশা।

মাতৃভাষা বাংলা ভাষা
খোদার অপার দান
কথা বলার শক্তি দিলেন
রহিম রহমান।

তাকিয়ে দ্যাখো বধির লোকের
কত কষ্ট-জ্বালা
কথা বলার শক্তি তাদের
দেয়নি খোদাতালা।

তোমায় আমায় কথা বলার
শক্তি দিলেন যিনি
সারা জীবন তাঁহার কাছে
আমরা চির খণ্ণী।

নেয়ামতের শোকর করে
বুবাতে হবে শান
বেশি বেশি করতে হবে
তাঁহার গুণগান।





କଥାର ମୂଲ୍ୟ

**ମାହଦୀ ଅଧାର ଇଯାଧଦୀ
ଅନୁବାଦ : କାମାଳ ମାହମୁଦ**

ସେ ଅନେକ ଦିନ ଆଗେର କଥା । ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଏକଦିନ ତାର ଅମାତ୍ୟ, ଭୃତ୍ୟ, ସେନାପତି ଓ ସୈନ୍ୟଦେର ନିଯେ ମରଣ୍ଭମିତେ ଶିକାରେ ବେର ହଲେନ । ଟିଲାର ପାଶେ ସବୁଜ ଗାଛ-ଗାଛାଳି ବେଷ୍ଟିତ ଏକଟି ଖୋଲା ଜ୍ଞାଯଗା ଦେଖିତେ ପେଲେନ ଏବଂ ସେଥାନେ ବିଶ୍ଵାମେର ଜନ୍ୟ ମନସ୍ତିର କରଲେନ । ଭୃତ୍ୟର ଦୁପୁରେ ଖାବାର ପ୍ରସ୍ତ୍ରତେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୟେ ପଡ଼ିଲୋ । ସୈନ୍ୟରା ଚାରଦିକେ ପାହାରା ଦିତେ ଲାଗିଲୋ । ଅମାତ୍ୟଗଣ ସୁଲତାନେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶେ ଆଶେପାଶେ ଶିକାରେ ବେର ହଲେନ । ସ୍ଵର୍ଗ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ାର ପିଠିଁ ଚଢ଼େ ସଙ୍ଗୀଦେର ସାଥେ ଶିକାରେ ବେର ହଲେନ ।

ତିନି ଏକଟି ଟିଲାର କାଛେ ପୌଛିତେଇ ଏକ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକେର ମୁଖୋମୁଖୀ ହଲେନ ଥାର ପେଶା ହଲୋ ଆଗାଛା ପରିକାର କରା ଓ ଜ୍ଞାଲାନି କାଠ ସଂଘର୍ଷିତ କରା । ତିନି ଜ୍ଞାଲାନି କାଠ ଏକତ୍ର କରେ ଆତି ବେଧେ ମାଥାଯ ତୋଳାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛିଲେ; କିନ୍ତୁ ଉଠାତେ ପାରିଛିଲେନ ନା । ଏଭାବେ ଜ୍ଞାଲାନି କାଠ ମାଥାଯ ଉଠାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରିତେ କରିତେ ତିନି ଅସହାୟ ବୋଧ କରିଛିଲେନ । ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ତାର ସାମନେ ଗିଯେ ବଲଲେନ : ‘ଆପନି ଚାଇଲେ ଆମ ଆପନାକେ ସାହାୟ କରିତେ ପାରି ।’

ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବଲଲେନ : ‘ଏର ଚେଯେ ଭାଲୋ ଆର କୀ ହତେ ପାରେ ଯେ, ଏତେ ଆମାର ବୋବା ବହନ କରା ସମ୍ଭବ ହବେ ଆର ଆପନାର ଓ ସଓୟାବ ହବେ । ଆର ଏତେ ଆପନାର କୋନ କ୍ଷତି ନେଇ । ଏଥାନେ ତୋ ଆର କାଉକେ ଦେଖିତେ ପାଚି ନା ଯେ ଆମାକେ ସାହାୟ କରିତେ ପାରେ । ଆପନି ଶକ୍ତ-ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ ଯୁବକ । ଆପନାର ଦ୍ୱାରା ଏମନ ଭାଲୋ କାଜ କରା ଅସ୍ତର କିଛୁ ନନ୍ଦ ।’

ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଘୋଡ଼ା ଥିକେ ନେମେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟିର ବୋବା ବହନେ ସାହାୟ କରିଲେନ ଏବଂ ଜିଜେସ କରିଲେନ : ‘ଏହି ମରଣ୍ଭମିତେ ଏକା ଏକା ଏତ କଟ୍ଟ କରେ କାଜ କରିଛେନ କେନ୍ତା?’

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବଲଲେନ : ‘ହୁଁ । ଆମାର ତୋ ଆର କେଉ ନେଇ ।’

ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ବଲଲେନ : ‘ତା ହଲେ ଏର ଆଗେ କିଭାବେ ଏହି ଭାରୀ ବୋବା ବହନ ଓ ଉତୋଳନ କରିଛେନ ସେଠା ଏଥିରେ ନା?’

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଜବାବ ଦିଲେନ : ‘ଆମ ପ୍ରତିଦିନଇ ଏହି କାଜ କରି । ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରିଛିଲାମ ଏହି ଜ୍ଞାଲାନିଗୁଲୋକେ ଟିଲାର ଉପରେ ଜମା କରିବୋ ଏବଂ ବାଁଧିବୋ । ଏରପର ଟିଲାର ପାଦଦେଶେ ନିଚୁ ହୟେ ଧାଙ୍କା ଦିଯେ ମାଥାଯ ତୁଳେ ନେବୋ; କିନ୍ତୁ ଏଥାନେ ପାଥରେ ପା ଫସକେ ବୋବାଟା ନିଚେ ପଡ଼େ ଗେଛେ; ତାଇ ଆର ତୁଲତେ ପାରିଛି ନା ।’

ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ବଲଲେନ : ‘ଠିକ ଆହେ । ସବ କାଜଇ ଏରକମ । ପ୍ରଥମେ ମାନୁଷ ହିସାବ କରେ ଏକରକମ, କିନ୍ତୁ ପରେ ପରିବେଶ-ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣେ ସେ ହିସାବ ପାଲିବେ ଯାଇ ।’

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଏବାର ବଲଲେନ : ‘ପରିସ୍ଥିତିର ଚିନ୍ତା ସବାଇ କରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତେର କଥା ଜାନି ନା । ହୟତ ଏଥାନେ ଆପନାର କାଛେ ଏକଟା ସୁମୋଗ ଏସେହେ ସାହାୟ୍ୟର ମାଧ୍ୟମେ ସଓୟାବ ଅର୍ଜନ କରାର । ଅସହାୟ ମାନୁଷେର ସାହାୟ କରା ଖୁବଇ ସଓୟାବେର କାଜ ।’

ସୁଲତାନ ବଲଲେନ : ‘ତାଇ ନାକି! ଆପନାର ଚିନ୍ତା-ବିଶ୍ୱାସ ତୋ ଖୁବଇ ଭାଲୋ ।’

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବଲଲେନ : ‘ଆମ ଖୁବ କ୍ଳାନ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େଛି । ଆପନି ଯଦି ସମୟ ମତୋ ନା ପୌଛିତେନ ତା ହଲେ ଆମାର ବୋବା ବହନ କରା ମୁଶକିଲ ହୟେ ଯେତୋ । ହେ ଯୁବକ! ଖୋଦା ଆପନାକେ ସୌଭାଗ୍ୟବାନ କରନ ।’

ବୃଦ୍ଧର କଥାର ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ଖୁଶି ହଲେନ । ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସଥିନ ତାର ଗାଧା ନିଯେ ଚଲେ ଯେତେ ଉଦ୍ୟତ ହଲେନ ତଥନ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦ ତାର ସାଥେ ଆରୋ କିଛିକଣ ଆଲାପଚାରିତା କରିତେ ମନସ୍ତିର କରିଲେନ । ତିନି ତାର ତାବୁର ପାଶେର ସୈନ୍ୟଦେର ବଲଲେନ : ‘ଏକଜନ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବୋବା ଓ ଗାଧା ନିଯେ ଐଦିକେ ଯାଚେନ । ସବଦିକ ଥେକେ ତାର ପଥ ରହି କରେ ଦେବେ ଯାତେ ତିନି ଏ ଦିକ ଦିଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମାର ସାମନେ ଦିଯେ ଯେତେ ବାଧ୍ୟ ହନ ।’

ସୈନ୍ୟରା ଗିଯେ ତାର ସବଞ୍ଚଲୋ ପଥ ଆଗଲେ ରାଖିଲୋ । ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ସୈନ୍ୟଦେର ଏର କାରଣ ଜିଜେସ କରିଲେ ଏକଜନ ସୈନ୍ୟ ବଲଲୋ : ‘ଏ ଦିକ ଦିଯେ ଯାଓଯା ଯାବେ ନା, ରାନ୍ତା ବନ୍ଦ । ଆପନି ଅନ୍ୟ ରାନ୍ତା ଦିଯେ ଯାନ ।’

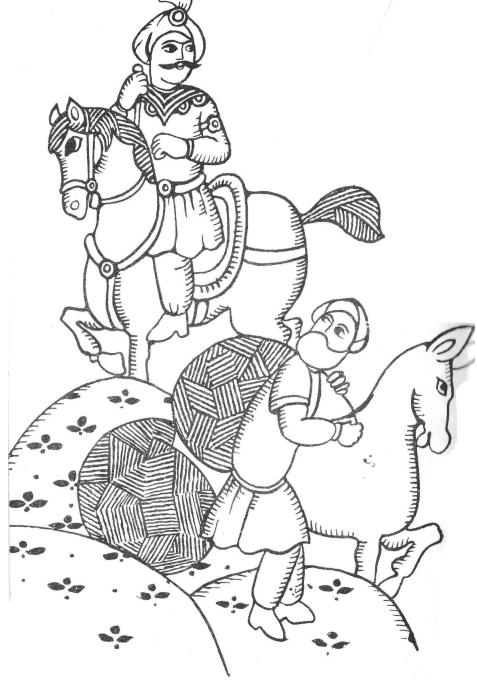
ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ତାର ସାଥେ ଆର କଥା ନା ବାଡିଯେ ଅନ୍ୟ ପଥ ଧରିଲେନ । କିନ୍ତୁ ଦୂର ଯାବାର ପର ଏକଜନ ସୈନ୍ୟ ତାର ସାମନେ ଏସେ ବଲଲୋ : ‘ଏ ରାନ୍ତାଯ ଯାଓଯା ଯାବେ ନା । ଏଦିକେ ଯାଓଯା ନିଷେଧ ।’ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ପଥ ବଦଲ କରିଲେନ । ଏକଟୁ ପଥ ଯେତେଇ ଆବାର ଆର ଏକଜନ ସୈନ୍ୟ ଏକଇ କଥା ବଲଲୋ ।

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ବିରକ୍ତ ହୟେ ବଲଲେନ : ‘ଆଜକେ ଏମନ କୀ ହଲୋ ଯେ, ସବ ରାନ୍ତାଇ ବନ୍ଦ । ତା ହଲେ ଆମି କୋନ ଦିକ ଦିଯେ ଯାବୋ?’

ସର୍ବଶେଷ ଯାର ସାଥେ କଥା ବଲେଛିଲେନ ସେଇ ସୈନ୍ୟ ସୁଲତାନ ମାହମୁଦେର ତାବୁର ଦିକେ ଦେଖିଯେ ଦିଯେ ବଲଲୋ : ‘ଏ ଦିକ ଖୋଲା ଆଛେ । ଏ ଦିକ ଦିଯେ ଯାନ । ଆପନି ତୋ ଶହରେର ଦିକେ ଯେତେ ଚାନ । ଏ ଦିକ ଦିଯେ ଦ୍ରଂତ ଶହରେ ପୌଛେ ଯାବେନ ।’

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି
ବିଡିବିଡ଼ କରେ
ବଲଲେନ :
‘ଆମାକେ ଦୂରେର
ପଥ ଦେଖିଯେ
ଦିଯେ ବଲେ କି ନା
ଦ୍ରଂତ ପୌଛେ
ଯାବେନ! ଠିକ
ଆହେ ହୟତ
ଦ୍ରଂତି ପୌଛିବୋ,
କି ଜାନି ବାପୁ!

ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି
ସୈନ୍ୟର ଦେଖିନୋ
ପଥେ ତାର ଗାଧା
ହାଁକିଯେ ଯେତେଇ
ଏକଟୁ ଦୂରେ ଏମନ
ଏ କ ଜ ନ କେ
ଦେଖିତେ ପେଲେନ





যাকে তিনি পূর্ব থেকেই চিনতেন। যেহেতু তাঁর কাছে কোন কাজ নেই তাই তার সাথে কথা না বলেই চলে যেতে উদ্যত হলেন এবং নিরপায় হয়ে সুলতান মাহমুদের তাঁবুর সামনে দিয়ে যেতে লাগলেন। বৃন্দ লোকটি চিন্তা করলেন- ‘সৈন্যরা এতই অত্যাচারী যে আমার এই দুর্বল গাধাটিকে নিয়ে এই শক্তিশালী ঘোড়াগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে বাধ্য করলো! ’

একটু সামনে আসতেই সুলতান মাহমুদের সামনে এসে পৌছলেন এবং একটু ভয় পেয়ে গেলেন; কিন্তু আর তো কোন উপায় ছিলো না। এছাড়া আর কোন রাস্তা তো তাঁর জন্য খোলা ছিলো না। বাধ্য হয়ে সুলতান মাহমুদের তাঁবুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সুলতানকে তাঁবুর কাছে একটি ছাতার নিচে চেয়ারে বসে থাকতে দেখলেন। সুলতানকে দেখে তিনি চিনতে পারলেন এবং বুঝতে পারলেন তিনিই তাঁকে বোৰা তোলার ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আর কেউ নন, সুলতান মাহমুদ নিজেই। মনে মনে বললেন- ‘আমি তাঁকে কষ্ট দিয়েছি।’ তাই তিনি লজ্জিত হয়ে কাঁচমাচ হয়ে সুলতান মাহমুদের কাছে গেলেন। সুলতান মাহমুদের কাছে গিয়ে তাঁকে সালাম দিলেন। লজ্জায় তাঁর দিকে তাকাতে পারছিলেন না। তাই আবার আস্তে করে তাঁর গাধার দিকে ফিরে যেতে উদ্যত হলেন।

সুলতান মাহমুদ সালামের জবাব দিয়ে বললেন : ‘হে সম্মানিত ব্যক্তি! মরণভূমিতে আপনি কী করেন?’

জ্বালানি কাঠ সংগ্রহকারী বৃন্দ লোকটি বললেন : ‘আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত করছে। আপনি নিজেই তো জানেন যে, আমি মরণভূমিতে কী করি? আমি কপর্দকহীন বৃন্দ মানুষ। মরণভূমিতে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে আঁটি বেঁধে তা নিয়ে শহরে বিক্রি করি। এভাবে জীবনযাপন করে খোদার শুকরিয়া আদায় করি।’

সুলতান বললেন : ‘আপনি বোৰা বহন করে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করবেন কেন, এখানেই বিক্রি করবেন কি?’

বৃন্দ লোকটি জবাব দিলেন : ‘কেন বিক্রি করবো না; কিন্তু ক্রেতা কোথায়?’ বৃন্দ লোকটি নিজে নিজে চিন্তা করলেন- ‘নিচয়ই সুলতান এ জ্বালানি কিনবেন। তাঁর কেনার সামর্থ্য এবং অর্থ দুটিই আছে। তিনি ওখানে আমাকে সাহায্য করেছেন, আর এখানে আমার সময় নষ্ট করে আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না।’

সুলতান বললেন : ‘আপনি বিক্রি করলে আমি আপনার জ্বালানি কাঠ কিনতে পারি।’

বৃন্দ লোকটি বললেন : ‘আমি জানি যে, এখানে জ্বালানি কাঠ আপনার কোন কাজে আসবে না। তারপরও যদি আপনি নিতে চান, আমি আপনার জন্য এগুলো উৎসর্গ করতে চাই।’

সুলতান বললেন : ‘আমি কিনতে চাই। এবার দাম বলে মূল্য নিয়ে নিন।’

বৃন্দ লোকটি বললেন : ‘বেশ তো। এর দাম এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা।’

সেখানে উপস্থিত একজন সেনা কমান্ডার বৃন্দের কথার জবাবে বললেন: ‘হাজার স্বর্ণমুদ্রা! এই মরণভূমিতে কি এই কাঠ এতই দুষ্প্রাপ্য ও দামী?’

বৃন্দ লোকটি বললেন : ‘এই মরণভূমিতে এগুলো দুষ্প্রাপ্য নয় আর এত দামীও নয়, কিন্তু এখানে এমন দামী ক্রেতা পাওয়া দুষ্প্রাপ্য, খুবই বিরল।’

সুলতান মাহমুদ এ জবাব শুনে খুশি হয়ে বললেন : ‘যদি তাই হয় তা হলে আমি দুঃহাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়েই এই জ্বালানি কিনলাম।’

সুলতান মাহমুদের কাছ থেকে স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে লোকটি চলে যেতে উদ্যত হলেন। সুলতান মাহমুদ তাঁকে দুপুরের খাবারের জন্য দাওয়াত করলেন। বৃন্দ লোকটি দুপুরের খাবার খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে যেতে চাইলেন। এমন সময় সেনাপতি তাঁকে বললেন : ‘খুব তো চালাকি করে চাটুকরি করে অনেক দামে জ্বালানি বিক্রি করলেন, যদিও এখানে এগুলোর কোন অভাব নেই।’

বৃন্দ লোকটি জবাব দিলেন : ‘আরে ভাই! আমি তো অভাবী মানুষ। তাই এগুলো সন্তায় বিক্রি করেছি। কেননা, এই জ্বালানির সাথে অন্যান্য জ্বালানির পার্থক্য আছে। আমি চালুশ বছর ধরে এই মরণভূমিতে জ্বালানি সংগ্রহ করে বিক্রি করি। কোনদিন কোন জ্বালানি কাঠ সুলতান মাহমুদের স্পর্শ পায় নি। আমি অভাবী না হলে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার কমে এ জ্বালানি বিক্রি করতাম না।’

সুলতান মাহমুদ এ কথা শুনে অত্যধিক খুশি হলেন এবং দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা এই বৃন্দকে প্রদানের নির্দেশ দিলেন এবং বললেন : ‘আপনার মুখের মিষ্টি কথার দাম এর চেয়ে আরো অনেক বেশি মূল্যবান।’

বৃন্দ লোকটির উপস্থিত জবাবে সেনাপতি আশৰ্য্যাবিত হলেন আর বৃন্দ লোকটি স্বর্ণমুদ্রার থলি নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠ শিক্ষামালা

(৫১ পাতার পর)

(মুনকার এবং নাকির) তোমাকে প্রশ্ন করার জন্য উপস্থিত হবেন, তখন তোমার সাথে থাকব। এরপর তোমাকে পুলসিরাত (সেতু) পার হতে সাহায্য করব এবং তোমাকে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাব।’ এই জবাবে সেই ব্যক্তি স্বত্তির নিঃঘাস ফেলল এবং শান্তিতে মৃত্যুবরণ করল।

এরপর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর সাহাবিগণের দিকে ফিরলেন এবং জিজেস করলেন : ‘কেউ কি এই তিন বন্ধুকে এবং এই লোকটিকে চিনতে পারছ? সবাই নিশুপ্ত থাকলে মহানবী (সা.) বলতে শুরু করলেন : ‘এই গল্লের ব্যক্তিটি হচ্ছে মানুষ। প্রথম বন্ধুটি হচ্ছে অর্থ বা সম্পদ- যেসব জিনিস শুধু আমাদেরকে ইহজীবনেই সাহায্য করে, কিন্তু মৃত্যুর পর নয়। দ্বিতীয় বন্ধুটি হচ্ছে আমাদের পরিবার, সত্তান-সন্ততি- ছেলে ও মেয়েরা; আমরা তাদের জন্য সারা জীবন কঠ করি এবং তারা শুধু আমাদেরকে কবর পর্যস্ত নিয়ে যায়। আর তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুটি হলো ‘আমল’ (কর্ম)- যে আমাদেরকে সমস্ত পথে সঙ্গ দিয়ে থাকে।’

গল্লের শিক্ষণীয় বিষয় : জড়বাদী বন্ধুর জন্য সংগ্রাম করো না যা তোমাকে কিছুই দেবে না এবং কোনোভাবেই তোমার অনন্তকালীন জীবনে সাহায্য করবে না। বরং কঠোর পরিশ্রম কর, নামায পড় এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। সংকর্ম মানুষকে সাহায্য করে যেখানে অন্য সকল কিছু এ জগতের পর মূল্য হারিয়ে ফেলে।





সাঁতার

শিশু-কিশোরদের জন্য সুস্থ, স্বাস্থ্যবান ও সক্রিয় থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সাঁতার কাটা হলো শিশুদের সুস্থ ও সক্রিয় থাকার একটি চমৎকার উপায়। চার বছর বয়সেই শিশুরা সাঁতারের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। সাঁতার এমন একটি উত্তম ব্যায়াম ও ক্রীড়া যা থেকে মানুষ আজীবন উপকৃত হতে পারে। সকল বয়সের লোক সাঁতারের উপকারিতা লাভ করতে পারেন। সাঁতার এমন একটি খেলা যেটা তুমি খুবই অল্প বয়স থেকে শুরু করে ৯০ বছর বয়স পর্যন্ত চলিয়ে যেতে পার। অন্যান্য খেলাধূলার চেয়ে সাঁতারে আঘাত প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক কম থাকে। আর শরীরের ফিটনেস ধরে রাখার জন্য এটি একটি চমৎকার খেলা। এটি তোমার মানসিক শক্তি, শরীরের নমনীয়তা ও ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

তা হলে কেন সাঁতারের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে পানিতে নামছ না? এখনও সাঁতারের উপকারিতাগুলো পাওয়ার জন্য খুব বেশি দেরি হয়ে যায় নি। সাঁতার তোমার শরীরের জন্য যেমন উপকারী, ঠিক তেমনি তোমার মনের জন্যও উপকারী। এটি সত্যিই একটি উপযুক্ত খেলা। নিচে এ খেলার ১০টি অসাধারণ উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হলো :

১. সামাজিক হয়ে গড়ে ওঠা

সাঁতারকে খুব বেশি মাত্রায় সামাজিক খেলা বলা যেতে পারে। সকল বয়সের সাঁতারক এক সাথে ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারেন, একই সাথে প্রশিক্ষণ গ্রহণ অথবা সুইমিং পুলে একজন প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সাঁতার শিখতে পারেন। যদি তোমার বাড়িতে কোন সুইমিং পুল থাকে, তা হলে সেখানেও তুমি তোমার বন্ধু-বান্ধব বা পরিবারের সদস্যদের সাথে একত্রিত হতে পার। একটি গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যায়াম এবং এ রকম সামাজিক মিলন মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়ন ঘটায়। এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, যারা এ ধরনের খেলাধূলার সাথে জড়িত তারা তাদের অন্যান্য সহকর্মী ও বন্ধু-বান্ধবের তুলনায় মানসিকভাবে প্রফুল্ল ও নিরাঙ্গিন্ধ থাকে।

২. লক্ষ্যের পানে ধাবিত হওয়ার শিক্ষা

সাঁতাররা তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাদারী জীবনে লক্ষ্য অর্জনের দিকে বেশি ঝোকপ্রবণ হয়ে থাকে। সাঁতার সকল বয়সের মানুষকে লক্ষ্যপানে চলার ব্যাপারে প্রেরণা যোগায়। টাইমিংয়ের উন্নতির জন্য পুলের কিকবোর্ডে কিক করা অথবা কোন আঘাত থেকে



সেরে ওঠার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনে সাঁতার অতুলনীয় ভূমিকা পালন করে। সাঁতাররা সুইমিং পুলে যে কৌশল ও দক্ষতা শিক্ষা লাভ করে তা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাদেরকে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে।

৩. সক্রিয় কর্মী হয়ে গড়ে ওঠা

সাঁতার শিশু-কিশোরদের স্থুলতা মোকাবিলায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে এবং এটি তাদের জন্য একটি আনন্দদায়ক খেলাও বটে। শিশু-কিশোরদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য যে তিনটি শারীরিক কর্মকাণ্ডের উপর্যুক্ত দেয়া হয়ে থাকে অর্থাৎ সহ্যক্ষমতা, শক্তি এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি, তার সবই সাঁতারে রয়েছে। সাঁতার শিশু-কিশোরদেরকে দক্ষ এবং স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে উঠতে উদ্দীপনা যোগায়।

৪. আরো বেশি স্মার্ট করে তোলা

প্রতিনিয়ত ব্যায়াম করা, যেমন সাঁতার কাটা বৃদ্ধিবৃত্তিক ক্রিয়া ও চিন্তাশক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এটি শুধু শ্রেণিকক্ষ বা কাজের ক্ষেত্রে নয়, এটি বয়স বৃদ্ধির পরও উপকারী। সাঁতার উদ্বিঘাত এবং দুশ্চিন্তা দূরীকরণে সাহায্য করে যার ফলে আমাদের মন্তিক্ষের যথার্থভাবে চিন্তা করার সক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায়।

৫. দল গঠনের দক্ষতা শিক্ষা

সাঁতার এমন একটি খেলা যেখানে দল গঠনের দক্ষতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। সাঁতাররা একত্রে কাজ করতে শেখে, একে অপরকে সাহস যোগাতে, পরস্পরের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে শেখে এবং এভাবে দলকে নেতৃত্ব দেয়ার দক্ষতা অর্জন করে। বয়োগ্রাম হলে এ সকল দক্ষতা একজন কার্যকরী নেতা হতে সাহায্য করে। দল গঠনের দক্ষতা সহযোগিতা বৃদ্ধি, লক্ষ্য অর্জনের দিকে ঝোঁক, উদ্দীপনা, কৌশলগত উন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনে উদ্বৃদ্ধ করে যা সফল পেশা এবং পেশাদারী সম্পর্ক তৈরিতে ভূমিকা রাখে।





৬. জগিং এর তুলনায় বেশি ক্যালোরি ব্যয়

যখন তুমি সাঁতারের সাথে দৌড়ানোর তুলনা করবে, তখন দেখতে পাবে যে, তুমি সাঁতারের সময় পুলের থ্রি পাকে এক ঘণ্টা দৌড়ানোর তুলনায় বেশি ক্যালোরি ব্যয় করছ। সবলে এক ঘণ্টা পুকুরে সাঁতার কাটলে ৭১৫ ক্যালরি খরচ হয়। একই পরিমাণ সময় ঘটায় ৫ মাইল বেগে দৌড়ালে ৬০৬ ক্যালরি খরচ হয়।

৭. বার্ধক্যের আগমন হয় বিলম্বিত

এমন কোন গোপন ঔষধ নেই যার মাধ্যমে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকা যাবে, কিন্তু সুইমিং পুল হলো যৌবনের ঝরনাস্রূপ। নিয়মিত সাঁতার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা, মাংসের ঘনত্ব বৃদ্ধি, ব্রেনে অক্সিজেন ও রক্ত চলাচল সহজকরণ এবং হৃদপিণ্ড ও রক্তনালি সংক্রান্ত অস্ত্রসমূহের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বার্ধক্যের আগমনকে বিলম্বিত করে। সাঁতারের মাধ্যমে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। বয়স্ক ব্যক্তি যারা বাতের ব্যথায় আক্রান্ত তারা পুরুরে সাঁতারের মাধ্যমে নমনীয়তা বৃদ্ধি করতে পারেন ও অস্ত্রিসন্ধির জ্বালাপোড়া বা ব্যথা কমাতে পারেন। সর্বোপরি, এই খেলা শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৮. হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রে উন্নত একটি ব্যায়াম

যাদের ফুসফুসের জটিল সমস্যা, যেমন হাঁপানি আছে, তাদের জন্য সাঁতার উন্নত ও কার্যকরী ক্রীড়া। হাঁপানি রোগীদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিশেষ করে খেলার সময় তাদের হাঁপানি শুরু হয়। তারা সমস্যায় পড়ে এজন্য যে, এসময়ে শ্বাসনালি তাপ ও অর্দ্রতা হারানোর ফলে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। আর এটি তখনই ঘটে যখন বাতাস আর্দ্র বা ঠাণ্ডা থাকে সে সময়। সাঁতার হাঁপানি রোগীদের জন্য সর্বোন্নত চিকিৎসা। কারণ, যে আর্দ্রতা শরীর থেকে বের হয়ে যায় তা পানির আর্দ্রতায় মাধ্যমে প্রতিস্থাপিত হয়।

৯. আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলা

সাঁতার আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলার একটি খেলা। অস্ট্রেলিয়ার হিফিন বিশ্ববিদ্যালয় একটি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ পেয়েছে যে, তরুণ সাঁতারুরা তাদের অসাঁতারু বন্ধনের চেয়ে বেশি আত্মবিশ্বাসী হয়। এটি প্রতিযোগী ও অপ্রতিযোগী উভয় ধরনের প্রাণ্তবয়স্কদের জন্যই সত্য। সাঁতার পুলের তেতরে বা উন্মুক্ত পানিতে যেমন আত্মবিশ্বাস বাঢ়ায়, তেমনি স্থলেও আত্মবিশ্বাস জোগায়।

১০. স্বল্প উপকরণের খেলা

সাঁতার প্রথিবীর সর্বোন্নত খেলাগুলোর অন্যতম এবং এ খেলার জন্য খুব কম জিনিসের প্রয়োজন হয়। তুমি শুধু একটি সাঁতারের পোশাক ও একটি গগল্স নিয়েই সাঁতার কাটতে পারবে।

প্রকৃতপক্ষে সাঁতারের মাধ্যমে তুমি অনেক ধরনের উপকারিতা লাভ করতে পার। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাঁতার কাটা শুরু কর। পানিতে ঝাঁপিয়ে পড় এবং এর মজা উপভোগ কর। তোমার জীবন, স্বাস্থ্য এবং সুস্থিতার অনেক কিছুই এর ওপর নির্ভর করছে।

ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ ও অনুবাদ : সরকার ওয়াসি আহমেদ

নিউজলেটার এর গ্রাহক বিজ্ঞপ্তি

* সম্মানিত গ্রাহকমণ্ডলীর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিউজলেটার নিয়মিত পেতে হলে ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বরাবরে ১ বছরের গ্রাহক চাঁদা বাবদ ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা ০১৭০৫০৫০৬৭৪ নাম্বারে বিকাশ করে পিন নাম্বারসহ নিউজলেটার পাওয়ার ঠিকানাটি ০১৭০৫০৫০৬৭৪ নাম্বারে এস এম এস করতে হবে।

* যে সকল গ্রাহকের চাঁদা ২০১৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দেয়া আছে তাঁদেরকে মেয়াদপূর্বি সাপেক্ষে পরবর্তী বছরের জন্য ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা হারে গ্রাহক চাঁদা প্রদান করতে হবে।

* যদি কেউ কমপক্ষে ২৫টি কপি একসঙ্গে পেতে চান তাহলে তাঁকে বাস্তরিক গ্রাহক চাঁদা বাবদ ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা অথবা ১০ কপি পেতে চাইলে ১২০০ (এক হাজার দুইশত) টাকা উপরোক্ত অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের সময়

সকাল ৯ টা - বিকাল ৫ টা

সার্কুলেশন বিভাগ, নিউজলেটার

বাড়ি নং-১৭, রোড নং-৪, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৫।

মোবাইল : ০১৭০৫০৫০৬৭৪

এসএ টিভিতে দর্শকনন্দিত ইরানি সিরিয়াল

ইউসুফ জোলেখা

[হ্যারত ইউসুফ (আ.)-এর জীবনীভিত্তিক]



বাংলায় ডাবিংকৃত

রবি-বহুস্পতিবার

প্রতিদিন : রাত ৮.৪০ মি.

পুনঃপ্রচার : রাত ১১.০০টা

পুনঃপ্রচার : পরদিন দুপুর ২.৩০ মি.

সপ্তাহের সবগুলো পর্ব পুনঃপ্রচার : শনিবার, দুপুর ২.৩০ মি.

